বই-কারিগরদের দিনরাত একাকার বইপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম
৩০ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শুরু হতে যাওয়া অমর একুশে বইমেলায় পাঠক-দর্শনার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নানা সাজে সাজছে স্টলগুলো। এ নিয়ে তুমুল ব্যস্ত প্রকাশকরা। তবে মেলার বই সরবরাহের প্রধান উৎস রাজধানীর বইপাড়া খ্যাত বাংলাবাজারে চলছে আরও বেশি ব্যস্ততা। মেলা শুরুর আগেই বই সরবরাহের কাজ শেষ করতে ব্যস্ত সময় পার করছেন এখানকার বই-কারিগররা। ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান : নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ’ এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে অমর একুশে বইমেলা-২০২৫। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময় ধারণকে এবার বইয়ের বিষয়বস্তুতেও আসছে বৈচিত্র্য। এরই মধ্যে গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে বেশ কিছু বই প্রকাশ করার ঘোষণা দিয়েছেন অনেক লেখক ও প্রকাশক।

একটি বই প্রস্তুত করে বাজারে আনতে কয়েকটি পর্ব পার হতে হয়। পা-ুলিপি তৈরি, কম্পোজ, প্রুফ দেখা, গ্রাফিক্সের কাজ, কাভার, প্রচ্ছদ, পেইন্টিং, ছাপানো, বাইন্ডিংসহ একটি বই প্রকাশ করতে ১৬ ধরনের কাজ করা হয়। তাই বইমেলাকে কেন্দ্র করে বাংলাবাজারের প্রকাশনা সংস্থা, প্রিন্টিং প্রেস ও বাইন্ডিং হাউসগুলোতেও চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। প্রকাশনীগুলোতে লেখকরা পা-ুলিপি পাঠিয়েছেন অনেক আগেই। সেগুলো প্রিন্টিং প্রেস থেকে যাচ্ছে বাইন্ডিং হাউসে। সেখানে চলছে বই বাঁধাইয়ের কাজ।

বাংলাবাজার ঘুরে দেখা যায়, দিন-রাত এক করে কাজ করছেন প্রকাশনায় যুক্ত লোকজন। তাদের লক্ষ্য ৩১ জানুয়ারির আগেই সব বইয়ের (কবিতা, গল্প, উপন্যাসের) কাজ শেষ করা। প্রিন্টিং প্রেস, বাইন্ডিং হাউস ও প্রকাশনীগুলো সবাই কর্মব্যস্ত সময় পার করছে।

সরেজমিন গিয়ে এ বিষয়ে কথা হয় এম কে লেমিনেশনের রাইসুল হকের

সঙ্গে। তিনি বলেন, এ মুহূর্তে রাত ৩টা, অনেক

সময় ভোর পর্যন্ত কাজ করার প্রয়োজন হচ্ছে। কর্মচারীরা খুবই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে কাজ পেয়েছি। কাজের চাপ অনেক।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ বছরের বইমেলায় প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- অন্বেষা প্রকাশনী থেকে তরুণ লেখক এম এম মুজাহিদ উদ্দিনের ক্যাম্পাস টু ক্যারিয়ার', অন্যটি বাংলার প্রকাশনী থেকে বিশ্বের সাড়া জাগানো বইগুলোর লাইফ লেসন নিয়ে লেখা 'লেসন ফ্রম বুকস'। জ্ঞানকোষ প্রকাশনী থেকে লেখক খায়রুজ্জামান খান সানির কফির টেবিলে কফিনের সাক্ষাৎ, অনন্যা প্রকাশনী থেকে ইমদাদুল হক মিলনের 'রহস্যময় জঙ্গল বাড়ি', সময় প্রকাশনী থেকে মুনতাসির মামুনের 'জীবন এক রূপকথা', সূর্যোদয় প্রকাশনী থেকে তরুণ কবি অনিক চন্দ্র বিশ্বশর্মার 'অন্তর্যাত্রা' ইত্যাদি।

অন্বেষা প্রকাশনীর ইকবাল করিম বলেন, এবার বইমেলা কেন্দ্র করে নতুন অনেক বই বের হচ্ছে আমাদের প্রকাশনী থেকে। আশা করছি ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নতুন বই মেলায় থাকবে। সময় প্রকাশনীর আনিসুর রহমান বলেন, 'আমাদের প্রকাশনী থেকে এ বছর ৫০টির মতো বই প্রকাশিত হবে। এর মধ্যে অনেকগুলো ছাপা হয়ে গেছে। এখন অন্য বইগুলোর কাজ চলছে। মেলা শুরুর ১০ দিনের মধ্যে সব বইয়ের কাজ শেষ হবে।' অনন্যা প্রকাশনীর ফারুক হোসেন বলেন, গত বছর মেলায় আমরা ১০০টির মতো বই প্রকাশ করেছিলাম। এবার এখন পর্যন্ত ৪০টির মতো নতুন বইয়ের কাজ এসেছে। সামনে এ তালিকা আরও বড় হবে। ধাপে ধাপে সব বইয়ের কাজ শেষ হবে।'

এদিকে প্রকাশকদের উদ্দেশে স্টলের কাজ দ্রুত শেষ করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম। তিনি বলেন, 'আপনাদের এখন কাজ হচ্ছে, নিজেদের প্রস্তুতিগুলো সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা। আপনারা কেউই (জানুয়ারির) ২৯-৩০ তারিখের দিকে স্টল বানাবেন- এমন প্ল্যান করবেন না। আমরা আমাদের অংশের কাজগুলো দ্রুত করছি, মেলার কয়েক দিন আগেই শেষ হবে। আপনাদের উচিত, মেলা সুন্দরভাবে করার জন্য আপনাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা।'